শাফাআত ঃ মাক্বামে মাহমুদ

অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল

নবী করিম (দঃ) এর তিন হাজার গুনবাচক নামের মধ্যে দুটি গুন যথাক্রমে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও 'শাফিউল মুযনিবীন' অতি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এর ক্ষেত্র ও প্রয়োগ অতি ব্যাপক এবং অর্থবোধক। রাহমাতুল্লিল আলামীন অর্থ- আল্লাহ ছাড়া সমগ্র সৃষ্টির জন্য তিনি রহমত। এর মধ্যে মানব কুল, ফিরিস্তাকুল, আলমে খালক- সবকিছুই অন্তর্ভূক্ত। তিনি হচ্ছেন রহমত- আর সৃষ্টিজগত হচ্ছে তাঁর রহমতপ্রার্থী। নবীগন, ফিরিস্তাগন তাঁর রহমতপ্রার্থী ও রহমত গ্রহণকারী। এমনকি- আল্লাহর আরশও রাসূলে পাকের রহমতে ধন্য। জিবরাঈল (আঃ) নবীজীর উছিলায় আল আমীন উপাধীপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য নবীগণ রাসূলে পাকের প্রতিনিধিত্বকারী নবী ও রাসূল। তাই তাঁদের আগমন হয়েছে প্রথমে, মূল ও শেষ নবীর আগমন হয়েছে সর্বশেষে। অন্যান্য নবীগণের কলেমা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ), কিন্তু তাঁদের উম্মতের কলেমা ছিল ভিন্ন ভিন্ন নবীগণের নামসম্বলিত। "রাহমাতুল্লিল আলামীন" শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। "রহমত" থেকেই "রহিম" শব্দটি ইছমে ফায়েল মুবালাগা হয়েছে - অর্থাৎ তিনি রহমত দানকারী ও বিতরণকারী। এই "রহমত" শব্দটি দ্বারাই বুঝা যায় - "নবীজী এখনও সশরীরে জীবিত, রহমত প্রাপ্তদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, রহমত বিতরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং উম্মতের কাছে হাযির ও নাযির"। (তাফসীরে নাঈমী) সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতের অর্থ- তাঁর মাধ্যমেই সৃষ্টিজগত আল্লাহর রহমত পেয়ে থাকে। এজন্যই নবীজী বলেছেন- "আল্লাহ হলেন দাতা- আমি হলাম তা

বণ্টনকারী" (বুখারী)। সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থিতাবস্থার জন্য নবীজী হলেন "সঞ্জিবনী" শক্তি। গাছের শাখা ও পল্লব যেমন শিকড় থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ করে- তদ্রুপ সৃষ্টিজগতও নবীজী থেকে এখনও জীবনীশক্তি পেয়ে থাকে, কেননা তিনি তো সৃষ্টির মূল- আর সমগ্র সৃষ্টি হলো তাঁর শাখা স্বরূপ।

"শাফীউল মোযনিবীন" পদবীটিও অতি ব্যাপক। দুনিয়া ও আখিরাত পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। দুনিয়াতেই অনেক গুনাহগার ও কাফিরদেরকে তিনি সুপারিশ করে ক্ষমা করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন- "ইসলাম গ্রহণ করলেই অতীতের কুফরী, শেরেকী, হত্যা, রাহাজানি, মদ্যপান, যিনা ও অন্যান্য সব অপরাধ মাফ হয়ে যায়"। মুসলমান হওয়ার পরও যে কয়েকজন অপরাধ করেছিলেন- তাঁদেরকে তিনি দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ক্ষমা করিয়ে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মাক্বামে মাহমুদ ঃ

পরকালে হুযুর (দঃ) - এর শাফাআত হবে দুই প্রকার। যথা- (ক) শাফাআতে কুবরা বা বিচারানুষ্ঠানের জন্য শাফাআত। এটাকে আরবীতে 'ফসলুল ক্বাযা' বলা হয়। নবী করীম (দঃ)- এর সুপারিশক্রমেই পঞ্চাশ হাজার বছর পর আল্লাহ তায়ালা বিচার শুরু করবেন। অন্য কেউ এ কাজের মালিক নন। হুযুর (দঃ)- এর এই পদমর্যাদাকেই "মাক্বামে মাহমুদ" বলা হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটু পরেই পেশ করা হবে।

(খ) দ্বিতীয় সুপারিশ হবে- কোটি কোটি উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে নেয়ার জন্য। এটাকে আরবীতে "ইদ্‌খালুল জান্নাত বিগায়রি হিসাব" বলা হয়। (গ) তৃতীয় সুপারিশ হবে- জান্নাতে আসনবণ্টন ও কোন কোন আশেককে উচ্চ মর্যাদা দানের সুপারিশ - আরবীতে এটাকে বলা হয় "লি রাফইদ্‌ দারাজাত ফিল জান্নাত"। (ঘ) চতুর্থ সুপারিশ হবে- জাহান্নাম এর তালিকাভুক্তদেরকে ক্ষমা করানোর জন্য। কোন কোন লোক জাহান্নামে গমনের পূর্বেই নবীজীর

শাফাআতে ক্ষমা পেয়ে যাবে। এটাকে আরবীতে বলা হয়- "আশ শাফাআত লি -মুছতাওজিবিন নার" (ঙ) পঞ্চম শাফাআত হবে দোযখীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার জন্য। এটাকে আরবীতে "লি-ইখরাজিল মুযনিবীনা মিনান নার" বলা হয়। এটা হবে বারবার এবং অতি ব্যাপকহারে। সকল গুনাহগার ঈমানদারকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে এ সুপারিশ। (চ) ৬ষ্ঠ সুপারিশ হবে আপন চাচা আবু তালেবের আযাব হাল্কা করার জন্য (বুখারী)। (ছ) ৭ম সুপারিশ হবে খাস মদিনা বাসীদের জন্য। (দেখুন মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া, আল-হাদীকা, শিফা শরীফ, আনওয়ারে মোহাম্মাদীয়া- প্রভৃতি গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহ)। এই সামগ্রিক সুপারিশ হলো মাক্বামে মাহমুদেরই অংশ। (ইবনে হাজর)।

মাক্বামে মাহমুদ এবং তার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ঃ

মাক্বামে মাহমুদ সম্পর্কে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-"হে প্রিয় হাবীব! আপনার পালনকর্তা আপনাকে অবশ্যই মাক্বামে মাহমুদে প্রেরন করবেন"। (ছুরা বণী ইসরাঈল ৭৯ আয়াত)।

মাক্বামে মাহমুদ কী- এসম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবী নবী করিম (দঃ) থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে হযরত আনাছ (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বিস্তারিত ও দীর্ঘ বর্ণনা এসেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে-

"ইসরাফিলের সিঙ্গায় তৃতীয়বার ফুঁক দেয়া হলে কবরবাসীরা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে গিয়ে একত্রিত হবে। ফিরিস্তারা চারদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখবে- কেউ বেরিয়ে যেতে পারবেনা। এমন ঠাসাঠাসি করে লোকদেরকে দাঁড় করানো হবে যে, শুধু দু'পা রাখার মত জায়গা পাবে তারা। *এমতাবস্থায় জমিন হবে গলিত তামার ন্যায় গরম।* সূর্য মাথার উপরে অতি নিকটে দশগুন উত্তাপ নিয়ে বিরাজ করবে। কাফের ও গুনাহগারদের শরীরের ঘাম ও মাথার মগজ বের হয়ে নীচে মহাসমূদ্রের রূপ ধারণ করবে। তাদের অপরাধের পরিমানে কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। এমতাবস্থায় পঞ্চাশ হাজার বছর কেটে যাবে। তাদের কষ্ট যখন চরম সীমায় পৌছবে- তখন তারা পেরেশান হয়ে পরস্পর বলাবলি করবে- এই সীমাহীন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কারো কাছে গিয়ে কি আমাদের সাহায্য

চাওয়া উচিত নয়?

অতঃপর সিদ্ধান্তক্রমে তারা প্রথমে হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্যের জন্য যাবে। গিয়ে বলবে- আপনি তো আমাদের আদি পিতা বা আবুল বাশার। আপনাকে আল্লাহ নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন, ফুঁকে দিয়েছেন রূহ, আপনাকে সিজদা করার জন্য ফিরিস্তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক ফিরিস্তাদের উপরে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। অতএব আল্লাহর দরবারে আপনি মহাসম্মানিত পয়গাম্বর হিসাবে গন্য। আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সুপারিশ করুন। আপনি তো আমাদের বর্তমান বিপদ দেখতেই পাচ্ছেন। হযরত আদম (আঃ) বলবেন- আমার রব এখন খুবই রাগান্বিত অবস্থায় আছেন। এর পূর্বে কখনও এরূপ গযবী হালাতে ছিলেন না এবং পরেও এরূপ গযবধারী হবেন না। তিনি আরো বলবেন- আল্লাহ আমাকে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। আমি ভুলক্রমে ফল খেয়ে ফেলেছি। এখন নিজের চিন্তায় আমি অস্থির আছি। (নাফ্সী নাফ্সী)। বরং তোমরা নূহ নবীর কাছে যাও।

তারা নূহ (আঃ)- এর কাছে এসে বলবে- হে নূহ আলাইহিস সাল্লাম, আপনি তো কাফেরদের নিকট প্রেরিত শরিয়তের প্রথম নবী। (তাঁর পূর্বে ইদ্রিছ, শীস ও আদম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ মোমেন সন্তানদের নিকট প্রেরিত রাসুল ছিলেন)। সুতরাং কাফেরদের বিরুদ্ধে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এজন্য আপনার একটি ব্যাপক ও পৃথক সম্মান রয়েছে। আপনি আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের রবের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের চরম দূর্গতি লক্ষ করেননি? নূহ আলাইহিস সালাম জওয়াব দিবেন- আল্লাহ আজকের মত এমন গযবী হালাতে পূর্বে কখনও ছিলেন না এবং পরেও হবেন না। দেখ, আল্লাহ আমার একটি বিশেষ দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছিলেন। আমি কাফেরদের ধ্বংসের জন্য সেই দোয়াটি ব্যবহার করেছি। সেজন্য আমি এমন লজ্জিত। নফ্সী নাফ্সী ঃ আমি আমার নিজের জন্য এখন ব্যস্ত আছি। বরং তোমরা হযরত ইবরাহীমের কাছে যাও।

তারা উক্ত পরামর্শ মোতাবেক হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর দরবারে হাযির হয়ে প্রার্থনা করবে- আপনি

আল্লাহর নবী এবং প্রিয় খলীল (আশেক)। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দূরবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? হযরত ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দিবেন- "দেখ, আল্লাহ আজকের দিনের মত পূর্বে বা পরে এমন গযবী হালাতে কখনও ছিলেননা এবং ভবিষ্যতেও হবেন না"। তিনি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) তাঁর তিনটি কৌশলপূর্ণ ঘটনার কথা স্মরণ করবেন। তিনি বলবেন- আমি নিজকে নিয়ে এখন ব্যস্ত আছি। বরং তোমরা হযরত মুছার কাছে যাও।

তারা হযরত মুছা (আঃ)- এর কাছে গিয়ে পূর্বের ন্যায় আরয করে বলবে- আপনি তো আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আপনার সাথে সরাসরি কথা বলে আল্লাহ পাক আপনাকে সম্মানিত করেছিলেন। আপনি আমাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করুন। হযরত মুছা (আঃ) বলবেন- আল্লাহ আজকের মত এমন গোস্বাধারী পূর্বেও কোনদিন ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। (নবীগণ আল্লাহর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত)। দেখ! আমি একজন ফেরাউনী যুবককে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে ফেলেছিলাম- এজন্য আমি আদিষ্ট ছিলাম না। (নবীগন যাকে হত্যা করেন- সে জাহান্নামী-"হাদীস)"। এখন আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি- বরং তোমরা হযরত ইছার কাছে যাও।

তারা হযরত ঈছা (আঃ)- এর কাছে এসে সুপারিশ করার জন্য আবেদন জানাবে। হযরত ঈছা (আঃ)- এর মর্তবা ও মর্যাদার প্রশংসা করে তারা বলবে- আপনি তো আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আপনি দোলনায় থাকতেই মানুষকে উপদেশবাণী শুনিয়েছেন এবং আপনি হচ্ছেন রূহুল্লাহ- যা আল্লাহ পাক পিতার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি বিবি মরিয়মের গর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন। আপনি আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন! হযরত ইছা আলাইহিস সালাম অন্যান্য নবীগনের ন্যায়ই উত্তর দিবেন। কিন্তু নিজের কোন ত্রুটির কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি শুধু বলবেন- নাফ্সী নাফ্সী। তোমরা বরং অন্য একজনের কাছে যাও- যেখানে গেলেই কাজ হবে। তোমরা আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে যাও।

হাশরবাসীরা সবশেষে নবী করিম (দঃ)- এর কাছে এসে আরয করবে- আপনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। পূর্বাপর গুনাহ হতে আপনি সম্পূর্ণ

নিষ্পাপ বা মাসূম। আমাদের জন্য দয়া করে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন- আমাদের কি দূর্গতি যাচ্ছে! হুযুর (দঃ) বলেন- আমি বলবো- "আমিই তো এ কাজের জন্য উপযুক্ত রাসুল। হুযুর (দঃ) বলেন- "আমি তখন আরশের নীচে সিজদায় পড়ে আল্লাহর এমন প্রশংসা করতে থাকবো- যা তিনি আমাকে ঐদিন গোপনে ইলহাম করবেন। আমি ঐ ইলহামপ্রাপ্ত প্রশংসা করতে থাকবো- যা আমাকে ছাড়া পূর্বে অন্য কাউকে তিনি শিক্ষা দেননি। আল্লাহপাক আমার প্রশংসায় খুশী হয়ে বলবেন- "হে প্রিয় মুহাম্মদ! মাথা তুলুন- যা চাবেন- তাই দিব, যার জন্য সুপারিশ করবেন- তা কবুল করবো"। হুযুর (দঃ) বলেন- এরপর আমি সিজদা হতে মাথা তুলবো এবং বলবো- হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। অতঃপর আমাকে বলা হবে - "আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের থেকে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবেনা, তাদেরকে বিচারানুষ্ঠানের আগেই ডান দিকের দরজা দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন- "। (বুখারী শরীফ)। তারপর বিচার শুরু হবে। এটাকেই শাফাআতে কুব্‌রা ও মাক্বামে মাহমুদ বলা হয়।

বুঝা গেল, আল্লাহর নির্দেশে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা নবীজীর জন্য মহান মর্যাদা। এই মর্যাদাকেই বলা হয় মাক্বামে মাহমুদ। আরো বুঝা গেল- নবীজীর সুপারিশেই বিচার কাজ শুরু হবে এবং বিচারের পূর্বে বিনা হিসাবে ৭০,০০০x৭০,০০০ = ৪৯০,০০০০০০০ (চারশত নব্বই কোটি) লোক জান্নাতে যাবে- শুধু নবীজীর শাফাআতে। বিচারানুষ্ঠানকে বলা হয় "ফাসলুল কাযা" এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর বিষয়টিকে বলা হয় "ইদখালুল জান্নাত বিগাইরি হিসাব (মাওয়াহিব ও হাদীকা প্রভৃতি)। ইহা মাক্বামে মাহমুদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ- ইবনে হাজর।

মাক্বামে মাহমুদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ঃ

হাদীস বিশারদগণের মতে মাকামে মাহমুদ সম্পর্কে ৫টি মতামত রয়েছে। যথা -

(১) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- এর মতে "মাকামে মাহমুদ" বা প্রশংসিত মর্যাদা হচ্ছে নবীজীর শাফাআতে কুবরা। ঐ শাফাআতের পরেই আল্লাহর বিচারাদালত শুরু হবে।

এটা একমাত্র নবীজীর জন্য খাস। এই শাফাআতের পরেই আল্লাহর বিচার কার্য আরম্ভ হবে।

(২) দ্বিতীয় মত ঃ হাশরের ময়দানে নবীজীর হাতে "লিওয়ায়ে হামদ" বা প্রশংসিত পতাকা থাকার অবস্থাকে মাকামে মাহমুদ বলা হয়। হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন- নবীজী (দঃ) এরশাদ করেছেন- "কিয়ামত দিবসে লিওয়ায়ে হাম্‌দ থাকবে আমার হাতে। ঐ পাতাকার নীচে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম অবস্থান করবেন (তিরমিযি)। ইমাম কুরতুবী বলেন- লিওয়ায়ে হামদ ও শাফাআতে কুবরা উভয়টিই একসাথে হবে বিধায় পাতাকা হবে শাফাআতে কুব্‌রারই অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ।

(৩) তৃতীয় মত ঃ মাক্বামে মাহমুদ হচ্ছে নবীজী কর্তৃক একদল জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসার পদমর্যাদার নাম। এমর্মে হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীস ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন। তাতে মাক্বামে মাহমুদ- এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদীসখানা হলো- নবীজী এরশাদ করেন- "আমি কিয়ামত দিবসে দোযখে প্রবেশ করে পৃথক পৃথক সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত গুনাহগারকে বের করে এনে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। শেষ পর্যন্ত কাফির ব্যতিত কোন মোমেন গুনাহগারই আর দোযখে থাকবেনা"। একথা বলেই নবীজী তাঁর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে কোরআনে বর্ণিত "মাক্বামে মাহমুদ"- এর আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন।

বুঝাগেল, সমস্ত গুনাহগারকে দোযখ থেকে সুপারিশের মাধ্যমে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ঘটনাকেই মাক্বামে মাহমুদ বলা হয়।

(৪) চতুর্থ মত ঃ মাক্বামে মাহমুদ হচ্ছে- আল্লাহ কর্তৃক তালিকাভুক্ত কিছু জাহান্নামীকে দোযখে না নেয়ার জন্য নবীজীর সুপারিশ।

(৫) পঞ্চম মত ঃ মাক্বামে মাহমুদ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র কুরছিতে নবীজীর বসার নাম। ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ এবং একদল হাদীস বিশারদ বলেন- "হাশরের দিনে আল্লাহপাক কুরছিতে নবী করিম (দঃ) কে বসাবেন এবং তিনি সাথে থাকবেন আপন শান অনুযায়ী" (তাবারী)। কুরছিতে আল্লাহর পাশে নবীজীর উপবেশন- এর অর্থটি বোধগম্য- কিন্তু তার প্রকৃতি বা ধরন হলো দুর্বোধ্য বিষয়। (মা'নাহু মা'রুফুন ওয়া কাইফিয়াতুহু মাজহুলুন)। ইহাকে আরবীতে মুতাশাবিহি বলা হয়- অর্থাৎ দুর্বোধ্য বিষয়।

আল্লাহ আপন শান অনুযায়ী কুরছিতে বিরাজ করবেন- আকৃতিতে নয়। ইমাম আবুল ফযল আছকালানী এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন (দেখুন মাওয়াহিব পৃষ্ঠা ৬৪৪)। কুরছিতে নবীজীর বসা হবে বাস্তব- আর আল্লাহর অবস্থান হবে রূপক- ইহাই মুজাহিদের মন্তব্যের ব্যাখ্যা। ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে বলেছেন- "যে ব্যক্তি ইবনে মাসউদ ও মুজাহিদের বর্ণনাকে অস্বীকার করবে, সে হাদীসের ক্ষেত্রে অগ্রহনযোগ্য ব্যক্তি। ছা'লাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে এবং আবু শেখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- "নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (দঃ) কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কুরছিতে আল্লাহর সম্মুখে উপবেশন করবেন"- একথার রূপক অর্থ হলো- "নবীকে মহা সম্মানিত স্থানে রাখা হবে"। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, "এজলাসে বসানোর রূপক অর্থ হলো- শাফাআত করার অনুমতি প্রদান"। অথবা এও অর্থ হতে পারে যে, "উহা দ্বারা শাফাআতে কুব্‌রার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে"। অথবা একটি মর্যদাপূর্ণ স্থানের নামই হবে মাক্বামে মাহমুদ (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া পৃষ্ঠা ৬৪৪)।